তটরেখা

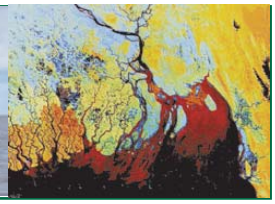

PDO-ICZMP বুলেটিন | সংখ্যা - ১০ | জুন ২০০৪

উপকূল অঞ্চলের কর্মকৌশল প্রণয়নের পথে

বিগত আড়াই বছরে উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সম্যক ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ পর্যালোচনা এবং একটি সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা কাজ করেছি। তার অনেক কিছুই আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করেছি।

গত বছরের শেষের দিকে আমরা উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়নে ১৯টি উপকূলীয় জেলাতেই আপনাদের সাথে মত বিনিময় করেছি। আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিমার্জিত খসড়া নীতিমালাটি এখন সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়।

বর্তমান বছরে আমাদের চেষ্টা থাকবে প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি উপকূল অঞ্চল কর্মকৌশল তৈরী করা। কর্মকৌশল প্রণয়নে আমাদের চিন্তা চেতনায় রাখতে চেষ্টা করছি ভবিষ্যতের উপকূল অঞ্চলকে। বর্তমানে উপকূল অঞ্চলের জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি, যা ২০১৫ তে দাঁড়াবে সোয়া চার এবং ২০৫০-এ দাঁড়াবে ছয় কোটির কাছাকাছি। বর্তমানে উপকূলীয় জনগোষ্ঠির ২৩% শহরবাসী, যা ২০৫০ সালে দাঁড়াবে ৪৪ শতাংশে। বর্তমানে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হলো ১.৯ কোটি। কিন্তু ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২.২ কোটি এবং ২০৫০ সালে ৩.১ কোটি। তার অর্থ হচ্ছে, ২০১৫ সালেই অতিরিক্ত ৩০ লাখ লোকের জন্য নতুন কর্মসংস্থান দরকার। নাজুক উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর এর প্রতিঁ য়া বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই উপকূল অঞ্চল কর্মকৌশলে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে, অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রতি। উপকূল অঞ্চলে বিশেষ সম্ভাবনাগুলো, যেমন: সামুদ্রিক সম্পদ, সৌর ও বায়ু শক্তি, গ্যাস ও জ্বালানি, খনিজ, বন্দর কেন্দ্রিক শিল্প সমূহ, পর্যটন, কৃষি, বন, মৎস্য, পশু ও লবণ সম্পদের সুষ্ঠু বিকাশ, নৌ চলাচল, দ্বীপ ও চর অঞ্চলের মানব সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উপকূল অঞ্চলের সুযোগ সমূহের বিকাশের মাধ্যমে।

আমাদের চেষ্টা থাকবে জুন ২০০৫ নাগাদ একটি উপকূলীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা। আমরা শীঘ্রই একটি জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে এ কাজ শুরু করব। প্রাথমিক খসড়া নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে আলোচনা হবে সেপ্টেম্বরের দিকে। জাতীয়ভাবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেমন ভবিষ্যতে কর্মকৌশল বাস্তবায়নের সমন্বয় কাঠামো ও প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন অফিস এবং 'উপকূল উন্নয়ন তহবিল' গঠন সং ান্ত। মার্চ ২০০৫ নাগাদ জেলা পর্যায়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই খসড়া কর্মকৌশলটি আরো পরিমার্জিত হবে। এর মাঝে আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করব আপনাদের মতামত নিতে।

একই সাথে উপকূলীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নে সচেষ্ট থাকবো। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো প্রণীত হবে একের অধিক সংস্থার সমন্বিত আলোচনার মাধ্যমে এবং অবশ্যই তা হতে হবে বহুখাত ভিত্তিক। ইতিমধ্যে এ রকম দুটো বিনিয়োগ প্রস্তাব তৈরীর কাজ চলছে। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ। বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন আমাদের প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য। উপকূল অঞ্চলে বিনিয়োগ জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকৌশল বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

নীতি ও কর্মকৌশল বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

আই,সি,জেড,এম,পি প্রকল্পের নীতি ও কৌশল বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় সভা যথাঁ মে গত ২১শে জানুয়ারী ও ৭ই মার্চ ২০০৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, কার্ডমা ও প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম সভায় আই,সি,জেড,এম,পি প্রকল্প পরিচিতি ও খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর তাদের মতামত প্রদান ও প্রকল্পের পক্ষ হতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব হাবিবুলাহ্ মজুমদার।

দ্বিতীয় সভায়ও মূলতঃ এই দুটো বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, খসড়া উপকূলীয় অঞ্চল নীতিটি সংশি ষ্টসংস্থাগুলোর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হবে। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের জন্য আই,সি,জেড,এম,পি প্রণীত প্রতিবেদনটি সংশি ষ্ট সকল সংস্থা ও সব কয়টি বিষয়ভিত্তিক দলের সদস্যদের কছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও টাস্ক ফোর্সের প্রধান জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিডিও'র সিরিজ প্রকাশনা

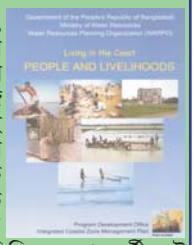

পি, ডি, ও - আই, সি, জেড, এম, পি সম্প্রতি উপকূলে বসবাস (লিভিং ইন দা কোস্ট) নামে একটি সিরিজ প্রকাশনা শুরু করেছে। এই সিরিজের প্রথম বইটি "পিপল এ্যণ্ড লাইভলিহুডস" নামে গত মার্চ ২০০৪-এ প্রকাশিত হয়েছে,যা ইতিমধ্যেই সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এই সিরিজের পরবর্তী বই "প্রবলেমস, ইস্যুজ এণ্ড চ্যালেঞ্জেস" এর খসড়া তৈরীর কাজ চলছে।

প্রকল্পের সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ২২শে এপ্রিল "সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসকে সহায়তা" শীর্ষক একটি প্রকল্পের চুক্তি বাংলাদেশ ও নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব মো: শফিকুল ইসলাম এবং নেদারল্যাণ্ড দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স মি: ইয়াপ ভ্যান ডার জিও নিজ নিজ সরকারের পক্ষে সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর দেন। এই প্রকল্পের আওতায় নেদারল্যাণ্ড সরকার বাংলাদেশকে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো কারিগরী সহায়তা এবং ৪৩.৭ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য সরকারের অনুদান রয়েছে ০.৬৪ মিলিয়ন ইউরো কারিগরী সহায়তা এবং ১৫.৬ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা। এই প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন থাকবে ১৯.৮ মিলিয়ন টাকা।

১২ই নভেম্বর উপকূল দিবস প্রস্তাব

উপকূলীয় সমস্যা, বিপদাপন্নতা, সম্পদ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরী এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপকূল অঞ্চলের মূল ধারাকরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ দিবস উদ্‌যাপনের দাবী উঠেছে। ১৯৭০ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি মনে রেখে প্রতীকি অর্থে প্রতিবছর ১২ই নভেম্বর এই দিবসটি নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালনের প্রস্তাব উঠেছে এলাকাবাসী ও সংশি ষ্টবিভিন্ন মহল থেকে। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখা হবে।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ প্রস্তাব পত্র

গত ২৭ মে ২০০৪ PDO-ICZMP সভাকক্ষে "সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (পোল্ডার)" - শিরোনামে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কার্য মের একটি ধারণাপত্র তৈরীর লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সকলের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে পর্যায়ং মে এই ধারণাপত্রটি চূড়ান্ত করা হবে।

উপকূলে নারীর অবস্থান ঃ জেন্ডারের মূল ধারাকরণ শীর্ষক কর্মশালা

গত ২১শে এপ্রিল ২০০৪, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে জেন্ডারের মূল ধারাকরণ শীর্ষক একটি তথ্য বিনিময় কর্মশালা। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (আই,সি,জেড,এম,পি) যৌথ ভাবে এই কর্মশালাটির আয়োজন করে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, আই,সি,জেড,এম,পি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, এন.জি.ও (ব্রাক, কেয়ার-বাংলাদেশ, নিজেরা করি, কারিতাস ও সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ-বাংলাদেশ) প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এতে পর্যায়ে ম সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক মিসেস মোবাশ্বেরা বেগম এবং অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এস এম শওকত আলী। কর্মশালাটিতে আই,সি,জেড,এম,পি প্রকল্প পরিচিতি, উপকূলীয় অঞ্চলে নারীদের অবস্থান এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যে মর উপর তিনটি পৃথক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। তারা উপকূল অঞ্চলে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, নারী-পুরুষের অবস্থান জানতে জেলা পর্যায়ে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্ভূল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। উপকূলীয় চর, ভাঙন ও বন্যা প্রবণ এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চলে নারীদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও তহবিল বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। নারী উন্নয়নে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধা, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর নারীদের অবস্থা ও অংশগ্রহণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপায় ও পথ, অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও আই,সি,জেড,এম,পি-র যৌথ উদ্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলে নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক প্রকল্প প্রস্তাবনার বিষয়টি আলোচিত হয় এবং পারস্পরিক যোগাযোগ নিবিড় করার আহ্বান জানানো হয়।

জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক গবেষণা উপস্থাপন

গত ২৬শে এপ্রিল ২০০৪, পিডিও-আই,সি,জেড,এম,পি উপকূলীয় অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষার উপর একটি লেকচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের উপকূলীয় জীব বৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ ডঃ নিক উইলোবি। তিনি বিভিন্ন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, জীব বৈচিত্র্য, জীব বৈচিত্র্য পরিমাপের উপায়সহ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ও সামগ্রিক জীব বৈচিত্র্যে চিংড়ি পোনা আহরণের প্রভাব এবং জীব বৈচিত্র্য ধারণার মূল ধারাকরণের উপায়ের উপর আলোকপাত করেন। এই লেকচার অনুষ্ঠানে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, সি,ডবিউ,বি,এম,পি, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, আই,সি,জেড,এম,পি, সিএনআরএস, কারিতাস, আই,ইউ,সি,এন,বি ও এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলে সংগঠন নিবন্ধন বিষয়ে কর্মশালা

গত ২১ শে মার্চ ২০০৪, উপকূলীয় জেলেদের নিরাপত্তার জন্য ক্ষমতায়ন প্রকল্প (ই,সি,এফ,সি) কক্সবাজারে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় আমন্ত্রিত জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর জেলা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবন্ধিত হতে হলে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে, যে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এর যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। কর্মশালায় মূল অংশগ্রহণকারী ছিলেন প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাম সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দকে প্রতিষ্ঠানিক নিবন্ধন সং ান্ত পর্যাপ্ত ধারণা দেয়া, যাতে তারা নিবন্ধনের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত অনুকূল ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়ার ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব জাফর আহমাদ। পিডিও প্রতিনিধি মহিউদ্দিন আহমদ ও

আবু এম কামালউদ্দিন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং কর্মশালা পরিচালনায় ধারণাগত ও কারিগরী সহায়তা দেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের প্রেষণে প্রকল্পে যোগদান

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় মনোনীত বিশেষজ্ঞদের যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাঁচজন বিশেষজ্ঞের মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত এই বিশেষজ্ঞরা হলেনঃ জনাব আখতার হোসেন ভূঁইয়া, প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ (উপ-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়); জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, পরিবেশ ও সম্পদ বিষয়ক অর্থনীতিবিদ (প্রধান, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন, পশুসম্পদ বিভাগ); জনাব মুইনুর রশীদ, উপকূল ও মেরিন প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) এবং বেগম রেহানা আকতার, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ (বিভাগীয় কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম)। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনোনীত বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই যোগদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে ইউনিয়ন পরিষদ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) এর আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন সং ান্ত একটি কর্মসূচীর পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন চলছে উপকূলীয় চারটি ইউনিয়নে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চর দরবেশ ইউনিয়ন। গত ১লা এপ্রিল ২০০৪ পি,ডি,ও-আই,সি,জেড,এম,পি এর একটি প্রতিনিধিদল এই কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য চর দরবেশ সফর করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। উলেখ করা যেতে পারে, এই কর্মসূচীর আওতায় একটি বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে চর দরবেশ ইউনিয়নে বেশ কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরো বেশি অবকাঠামোগত সুবিধা পাবেন। এই কর্মসূচীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, এর সকল পরিকল্পনা ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে এবং তা স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপকূলে বিপদাপন্নতা বিষয়ে কর্মশালা

গত ৯ই মার্চ ২০০৪, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিপদাপন্নতা বিষয়ক গবেষণার চূড়ান্ত কর্মশালা। সি,ই,জি,আই,এস এই কর্মশালাটির আয়োজন করে। কর্মশালায় উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্নতার উপর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। উলেখ্য, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং নেদারল্যান্ডস পার্টনারশীপ প্রোগ্রামের আওতায় এই গবেষণা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার তুলনামূলক চিত্রটি তুলে ধরা।

PDO-ICZMP এই গবেষণা কাজে শুরু থেকেই সংশি ষ্ট গবেষক দলকে গবেষণার প্রস্তাব তৈরীতে সাহায্য করা সহ সব রকমের কারিগরী ও তথ্যগত সহযোগিতা দিয়েছে।

নদী ভাঙন ঃ উপকূলের অন্যতম সমস্যা

সমস্যাঃ নদী ভাঙন উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম। এক জরীপে দেখা গেছে মেঘনা অববাহিকায় প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমি নদীতে বিলীন হয়ে যায়। গত ২০ বছরে প্রায় এক কোটি লোক নদী ভাঙনের কবলে পড়ে ভূমিহীন হয়েছে এবং এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মূল্যবান সম্পত্তি, রাস্তা-ঘাট, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ হাজার হাজার একর ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে। ফলে এলাকার উন্নয়ন যেমন বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকের পুনর্বাসনও একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

দ্বীপগুলির আকার ও আয়তন বদলে যাচ্ছে। যদিও অনেক এলাকাতেই নতুন জমি জেগে উঠছে, তবুও নদী ভাঙনের ফলে যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুরুহ।

সমস্যার ব্যাপ্তিঃ উপকূলীয় জেলাগুলির মধ্যে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, শরিয়তপুর, লক্ষীপুর এবং ফেনী অধিক নদী ভাঙনপ্রবণ জেলা। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, আগামী ত্রিশ বছরে মেঘনা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীর, হাইমচর, ভোলার উত্তর দিক এবং হাতিয়ার উত্তর দিক ভাঙতে থাকবে।

সমাধানের বর্তমান প্রচেষ্টাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নদী ভাঙন হ্রাস ও রোধের চেষ্টা করে আসছে, যা সমগ্র নদী শাসন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হলো ঃ

* হার্ড পয়েন্ট / রিভেটমেন্ট (লোহা, সিমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী দ্বারা তৈরী শক্ত ব্যবস্থা) নির্মাণ
* গ্রোয়েন তৈরী
* স্পার নির্মাণ
* পারকোপাইন (বাঁশের খাঁচা) তৈরী
* পাথর অথবা সিমেন্টের তৈরী বক ফেলা

এদের মধ্যে হার্ড পয়েন্ট ও রিভেটমেন্ট নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সাধারণতঃ তা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে করা হয়। তবে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি যেমন বোল্ডার/সি.সি. বক ফেলা এবং স্থানীয়ভাবে নির্মিত বাঁশের খাঁচা দ্বারাও নদী ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হয়। এ ব্যবস্থাগুলো সাময়িক সমাধানে সাহায্য করে।

অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে ভাঙনের প্রবণতা অনুমান ও সতর্কীকরণ অন্যতম। এর মাধ্যমে ঝুঁকিবহুল এলাকার অধিবাসীদের নদী ভাঙনের বিপদ সম্বন্ধে আগাম জানিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করতে পারে। এ কাজে সরকার ছাড়া বেসরকারী সংস্থাও তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। এছাড়াও ভেটিবার জাতীয় গাছ লাগানোর মাধ্যমে নদী ভাঙনের প্রবণতা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কোথাও কোথাও।

নদী ভাঙনের ফলে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা এ ধরণেরই উদ্যোগ। উপকূলীয় অঞ্চলে পরিচালিত 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প' এর অর্জন এ ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য। গত অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত এই প্রকল্প প্রায় পাঁচ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরন করেছে। প্রকল্প মেয়াদকালে মোট তেরো হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। একই সাথে এই প্রকল্প পুনর্বাসিতদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতেও সহায়তা করে।

PDO-ICZMP প্রকল্পের প্রচেষ্টাঃ খসড়া উপকূলীয় অঞ্চল নীতিতে নদী ভাঙন ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের বিষয়টি যথাযথভাবে উলেখ করা হয়েছে। উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলপত্রে বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে এবং নদী ভাঙন রোধের উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন করা হবে। ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রকল্প প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকারের 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রে' অন্তর্ভূক্তির জন্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

* নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
* অল্প খরচে ভাঙন রোধের কৌশল নির্ণয় ও প্রয়োগ
* জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নদী ভাঙন সমস্যা সমাধানে করণীয়
* মেঘনা অববাহিকা এলাকার উন্নয়ন
* সমন্বিত উপকূলীয় অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষন ব্যবস্থাপনা

তবে এ ব্যাপারে আরো আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

নদীর ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত জনপদ

মেঘনার ভাঙনের মুখে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প

মেঘনার ভাঙনের মুখে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে দেশের বৃহত্তম চাঁদপুর সেচ প্রকল্প। ভাঙন রোধে নতুন করে ২ কোটি টাকার পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
(যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০০৪)

পদ্মার ভাঙনে জাজিরা হুমকির মুখে

পদ্মার প্রবল ভাঙনের মুখে পড়েছে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার ব্যাপক এলাকা। ইতিমধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে কয়েকশ' ঘরবাড়ি, ব্যাপক ফসলি জমি। নদী ভাঙনের শিকার শত শত পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।
(যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারী ২০০৪)

বিষখালীর ভাঙনে ছোট হচ্ছে বামনা

বিষখালী নদীর অব্যাহত ভাঙনে বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার মানচিত্র ° মে ছোট হয়ে আসছে। বামনা উপজেলার আয়তন ৩৯ বর্গ মাইল। ভাঙনের ফলে বর্তমানে বামনার আয়তন ২৯ বর্গ মাইল।
(যুগান্তর, ৭ জানুয়ারী ২০০৪)

বলেশ্বর ভাঙছে রায়েন্দা বাজার

বলেশ্বর নদীর অব্যাহত ভাঙনে শরনখোলা উপজেলার রায়েন্দা বাজারের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। পাঁচ শতাধিক পরিবার গৃহহীন অবস্থায় বেড়িবাঁধ ও অন্যের জমিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।
(যুগান্তর, ২০ নভেম্বর ২০০৩)

কলাপাড়ায় বেড়িবাঁধে ভাঙন

কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের দেবপুরের ক্লোজারসহ প্রায় ৩০০ ফুট বেড়িবাঁধ রমনাবাদ নদীর পেটে চলে গেছে। জোয়ারের পানি ঢুকে গোটা ধানখালী ইউনিয়নের ক্ষেত খামার ডুবে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনটি আয়রন ব্রিজ জোয়ারের পানির তোড়ে ভেঙ্গে গেছে।
(যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০০৩)

আমুয়া বন্দরের অস্তিত্ব হুমকির মুখে

নির্মাণের মাত্র ছয় মাসের মাথায় ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার আমুয়া বন্দর রক্ষা বাঁধে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে আকস্মিকভাবে বাঁধের বিরাট এলাকার বকসহ ১৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে চলে গেছে।
(যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০০৩)

রহমতখালী নদীতে ভয়াবহ ভাঙন

লক্ষীপুর সদর উপজেলার রহমতখালী নদীর ব্যাপক ভাঙনে বিস্তীর্ণ এলাকা বিলীন হওয়ার পথে। যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে বাজার, স্কুল, মসজিদ, ব্রিজসহ ব্যাপক জনপদ।
(যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০০৩)

বক্স বসানোর দাবীতে ভোলায় মিছিল

ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া এবং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ নদী ভাঙন রোধে বর্ষার আগেই মেঘনা নদীর পাড়ে বক বসানোর দাবীতে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত ১৬ এপ্রিল দিনব্যাপী সমাবেশ শেষে এলাকাবাসী দাবী আদায়ের জন্য নদী ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে।
(প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০০৪)

আপনাদের চিঠি পেলাম

নিয়মিত তটরেখা চাই

৪ মে ২০০৪
জনাব,

সংকল্প ট্রাস্ট-এর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। "লিভিং ইন দা কোস্ট পিপল এ্যান্ড লাইভলিহুডস" বইটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা পেতে এই বইটি আমাদের অনেক সাহায্য করবে। আমরা "তটরেখা" ও নিয়মিত পেতে চাই।

নির্বাহী পরিচালক
সংকল্প ট্রাস্ট, পাথরঘাটা, বরগুনা

বিপদাপদ সম্পর্কিত লেখা চাই

২২ মে ২০০৪
জনাব,

শুভেচ্ছা জানবেন। আপনার প্রকাশিত পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় এবং তথ্য উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে নানা ভাবে উপকৃত করে থাকে। পেশা পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন, বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ঝুঁকি ও বিপদাপদ সম্পর্কিত বিষয় গুলো প্রকাশের জন্য উপকূলবাসীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এস, এম, এ, মাজেদ
চেয়ারম্যান, সোলাদানা ইউনিয়ন পরিষদ
পাইকগাছা, খুলনা

তটরেখার কলেবর বাড়ানো হোক

২৯ মে ২০০৪

তটরেখায় উপকূলের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হলেও সংক্ষিপ্ত হবার কারণে তা পাঠকের চাহিদা মেটাতে পারছে না বলে আমার ধারণা। ম্যাগাজিন সাইজের মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় সবকিছু ছাপাও সম্ভব নয়। আমি মনে করি, তটরেখাকে আরও আকর্ষনীয় ও সমৃদ্ধ করার জন্য এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বিগুণ করা এবং এতে প্রকল্পের খবরা-খবরের পাশাপাশি উপকূলের মানুষের বিভিন্ন দিক নিয়ে ছোট ছোট প্রতিবেদনও প্রকাশ করা উচিত। তটরেখা যাতে আরও বেশি বেশি লোকের কাছে পৌছে সে দিকেও নজর রাখা উচিত।

হেমায়েত উদ্দিন হিমু
জেলা প্রতিনিধি,মাসলাইন মিডিয়া সেন্টার
ঝালকাঠি

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকান্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে -

১। উপকূল অঞ্চলের জন্য র্কমকৌশল প্রণয়ন
২। উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
৩। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪। উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৫। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
৬। একটি সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

ওয়েব সাইটের সাম্প্রতিক সংযোজন

লিভিং ইন দা কোস্ট সহ অন্যান্য প্রতিবেদন আমাদের ওয়েব সাইটে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও সংযোজিত হয়েছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উপকূলীয় অঞ্চলের চলমান প্রকল্পগুলোর নাম ও বিবরণ। ওয়েব সাইট সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই। সাইটের ঠিকানা: www.iczmpbangladesh.org

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

WP025	Inventory of Projects & Initiatives in the Coastal Zone (update 2003)	December 2003
WP026	Proceedings of District Level Consultations on CZPo	December 2003
WP027	Women of the Coast - A Gender Status Paper on the Coastal Zone	January 2004
WP028	Role of the Private sector An assessment of the status in the coastal zone of Bangladesh	February 2004
WP029	Compendium on Selected Laws Relating to and/or having Bearing on Coastal Areas	March 2004
Living In the Coast : People and Livelihoods		March 2004

CZAP 2004

কোস্টাল জোন এশিয়া প্যাসিফিক কনফারেন্স ২০০৪ আগামী ৫-৯ সেপ্টেম্বর অষ্ট্রেলীয়ার ব্রিসবেন শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সহ এ অঞ্চলের বহু দেশের প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রেজিষ্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ
www.coastal.crc.org.au/czap04

পাঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য পরবর্তী বুলেটিনের জন্য পাঠানোর আহ্বান রইল।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা)
বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১
ঢাকা - ১২১২
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা **ডাক টিকেট**